ইবনুল আরাবীর (রঃ) ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ তত্ত্ব

মোহাম্মদ নুরুজ্জামান মানিক

ইবনুল আরাবী (রঃ) স্পেন দেশীয় বিখ্যাত সুফী দার্শনিক। ইসলামের বিজয়ন শ্রেষ্ঠ সুফীর মধ্যে তিনি একজন। অপর দুইজন হইলেন-ইমাম আল গাজ্জালী (রঃ) ও মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি (রঃ)। তাঁহার মধ্যে সর্বখোদাবাদ সুস্পষ্ট ধারায় প্রকাশ লাভ করে। ৩য় শতাব্দীতে সর্বখোদাবাদী প্রবণতা বিস্তার লাভ করে। এই প্রবণতা বায়জিদ বোস্তামির (রঃ) মধ্যে পরিলক্ষিত হইলেও ইবনুল আরাবীই (রঃ) সর্বখোদাবাদী মতবাদ ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। তাঁহার মতবাদ 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' নামে পরিচিত।

ইবনুল আরাবীর (রঃ) পুরো নাম শায়খুল আকবর মহীউদ্দিন ইবনুল আরাবী তরফে মোহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মোহাম্মদ আল আরাবী ইবনে আহামদ ইবনে আব্দুল্লাহ্। অনেক সময় তাঁহাকে আবুবকর মোহাম্মদ ইবনে আলী মহীউদ্দিন আল হাতেমী আল আখাবুলী তরফে ইবনে আরাবী বলা হয়। পাশ্চাত্য জগতে তিনি ইবনুল আরাবী (রঃ) এবং স্পেনে 'ইবনে সুরাকা' নামে পরিচিত। তিনি ২৮শে জুলাই, ১১৬৫ খ্রীষ্টাব্দ/৫৬০ হিজরীতে সুফী মতবাদের অনুরক্ত এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দে (৬৩৮ হিজরীর ২৮শে রবিউস সানি জুমা রাতে) প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার নশ্বর দেহাবশেষ কাসিয়ুন পাহাড়ের পাদদেশে 'আশকিবকিত আল আহমার' নামক স্থানে সমাহিত করা হয়। এই স্থানটি সুফীদের নিকট অতি পবিত্র। তাঁহার পিতা একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও ধনী ব্যক্তি ছিলেন। বাল্যকালে তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে শিক্ষালাভ করেন। তিনি অসাধারণ মেধাশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য স্পেনিশে গমন করেন এবং আরবী- ভাষা, কোরআন, হাদীস, ফিকাহ; ইসলাম কালাম, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি বহু কবিতা রচনা করেন এবং একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন।

> ❑ আর যাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত এমন সত্তার নিকট প্রার্থনা করে যাহারা কোন বস্তু সৃষ্টি করে না বরং তাহারা নিজেরাই সৃষ্ট। (তাহারা তো) মরা লাশ, জীবিতও নয়। আর তাহারা তো ইহাও জানে না যে, কখন তাহাদেরকে পুনরায় উঠানো (কবর হইতে) হইবে।
>
> —সুরা আন্-নাহল, আয়াত ১৯,২০

সুফী প্রভাবের ফলে বাল্যকাল হইতেই তিনি অতিশয় ধর্মপরায়ণ ছিলেন। সত্যানুসন্ধানী ও ঐশীজ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাহচর্য লাভের পর হইতে তাঁহার মনে সত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রবল ও তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। ৫৭৯ হিজরীতে তিনি কিউটা গমন করেন এবং সেখানে অবস্থানকালে একটি স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নের বিবরণ প্রসিদ্ধ জনৈক গণক বলেন যে, স্বপ্নদ্রষ্টা অসামান্য সৌভাগ্যবান, জ্ঞানী ও চিন্তানায়ক। ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংসারবিরাগী সুফী জীবন অবলম্বন করিয়া জন্মভূমি ত্যাগ করেন।

স্পেন ত্যাগের পর তিনি মিসরে যান এবং সেখানে এক বৎসর অবস্থানকালে আপন মতবাদ প্রচার করেন। তাঁহার বিদ্বান্‌কে চরিত্র, মধুর ব্যবহার, পাণ্ডিত্যপূর্ণ কবিতা রচনা ও বক্তৃতার ফলে অসংখ্য শিষ্য জুটিয়া যায়। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি গোঁড়া আলেম সমাজের ইর্ষার শিকার এবং তৎকালীন শাসকের আদেশে কারাবরণ করেন। কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পর তিনি বাগদাদে যান। সেখানকার সত্যানুসন্ধানীরা তাঁহার অসীম জ্ঞান-গরিমার ও সাধনা-মহিমার মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে হিজাজ ও সিরিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ জিন্দীক বা ভ্রমপন্থীর বলিয়া আখ্যায়িত করেন। বাগদাদ হইতে তিনি হজ্ব পালনে মক্কায় গমন করেন এবং সেখানে সাত বৎসর জ্ঞান সাধনায় ও রচনায় ব্যস্ত থাকেন। এই সময় তিনি জ্ঞানী মকিউদ্দীনের (রঃ) সুযোগ্য ও শিক্ষিতা কন্যা 'নিজাম' তরফে 'আইনুল শাম্‌স' ওয়ান বাহা'র সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহার সৌন্দর্য ও গুণের স্তুতিবাদে একটি মনোজ্ঞ সুদীর্ঘ কবিতা 'তারজুমান আল আশাক' বা প্রেম উপাখ্যান রচনা করেন। কিন্তু কবিতার শব্দ ও ভাষা নশ্ব প্রেমের প্রতি ইঙ্গিত দেয় বলিয়া আলেম সমাজ এটিকে যৌনতার প্রকাশ বলিয়া উপন্যাস করেন।

১২৪১ সালে মক্কা ত্যাগ করিয়া আলেপ্পোর গমন করেন। তৎকালীন খ্রীষ্টান শাসক তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করিয়া বসবাসের জন্য একটি বৃহৎ প্রাসাদ দান করেন। কিন্তু তাঁহার পূর্ব পুরুষ হাতেম তাই-এর মতো তিনি এই প্রাসাদটি একজন ভিক্ষুককে দান করিয়া বেশ ভ্রমণে বাহির হন। তিনি মসুল প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণের পর দামেস্কে গমন করিয়া স্থায়ীভাবে বসবাসের সংকল্প করেন। দামেস্কে অবস্থানকালে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রন্থ রচনা, উপদেশদান, সাধনায় ও আত্মচিন্তায় ব্যস্ত থাকেন। সুফী সাধনায় তিনি এত উৎকর্ষতা অর্জন করেন যে, তাহার ভক্তেরা তাঁহাকে 'শায়খুল আকবর' বা [illegible]

> ❑ আল্লাহ্‌র কাছে তাঁহার অনুগ্রহ চাও। খুবই পছন্দ করেন।
>
> —আল-হাদীস, তিরমিযী

নানা কারণে আরাবীর (র) রচনাবলী সম্পর্কে সঠিক বিবরণ দেওয়া কঠিন। তবে সর্বশেষ গবেষণা অনুসারে তিনি ৮৪৬টিরও বেশী গ্রন্থ রচনা করেন। এসব গ্রন্থের মধ্যে ৫২০টি আজও সংরক্ষিত আছে। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে অনেকের মতে আল ফুতুহাতুল মক্কীয়া বা মক্কার প্রত্যাদেশ সর্ব শ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থখানি বর্তমানে চারিটি খণ্ডে ও পাঁচশত ষাটটি অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়া প্রকাশিত। এক সময়ে কাবা ঘর প্রদক্ষিণের সময় এক সুস্থ স্বাস্থ্যবান ও সাবলীল যুবককে তাঁহার সাথে কাবা প্রদক্ষিণ করিতে দেখেন এবং এই যুবকই তাঁহাকে দৃশ্যাতীত রহস্যময় চির অন্তঃ পরম সত্তা আল্লাহ্‌র আরশ দেখান এবং এই দৃশ্য অবলোকন করিয়া তিনি মূর্ছা যান। মূর্ছাভঙ্গের পর তাঁহা রহস্য প্রস্ফুটনের প্রকাশের আদেশ তিনি লাভ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ফুসুস উল হিকাম। এই গ্রন্থখানি ২৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি অধ্যায় এক একজন নবীর নাম শিরোনামায় উল্লিখিত। এই গ্রন্থ সুফীবাদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহার রচনা পদ্ধতি, ভাষা, উপমা ইত্যাদি অত্যন্ত জটিল ও দুর্বোধ্য। ফলে অনেকে তাঁহার রচনার অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। ইবনে তাইমিয়া, আল আফতাবানী ও ইব্রাহিম আল বিকায়ী প্রমুখ চিন্তাবিদ তাঁহাকে কাফের বলিয়া আখ্যায়িত করেন। যাঁহারা তাঁহার মতবাদ বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন তাঁহারা তাঁহাকে সিদ্দিক বা বিশ্বাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জামাল উদ্দীনের মতে তিনি জ্ঞানীকুলের শিরোমণি এবং আল্লাহ্ তাকে সারকম জ্ঞানদান করিয়াছেন।

ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ তত্ত্ব :

শায়খুল আকবর ইবনুল আরাবীর (র) সমগ্র চিন্তা তথা ধর্মীয় দার্শনিক ও সুফী চিন্তার মূল কথা 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ'। 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' শব্দের অর্থ ধর্মীয় দর্শনের অন্যান্য সত্তার ঐক্য, ঐকান্তিক, অদ্বৈতবাদ বা সর্বেশ্বরবাদ। তাঁহার 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' মতবাদ অনুসারে সমগ্র অস্তিত্বশীল সত্তাসমূহের মূল সত্তা একটি। এই সত্তা ধর্মীয় ভাষায় আল্লাহ্। আল্লাহ্ একমাত্র পরম সত্তা তিনি বিশ্বময় ব্যাপ্ত রয়েছেন। বিশ্বজগৎ আল্লাহ্ সত্তাময়। আল্লাহ্ ও বিশ্বে কোন ভেদ নাই। সমগ্র বিশ্বজগৎই আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্ই সমগ্র বিশ্বজগৎ। এই মতবাদ দর্শনে সর্বেশ্বরবাদ, অদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত এবং দার্শনিক স্পিনোজা এই মতবাদের চূড়ান্ত নিদর্শন। তবে, ইবনুল আরাবীর (র) 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' মতবাদ সম্পূর্ণরূপে স্পিনোজীয় সর্বেশ্বরবাদ নয়। আল্লাহ্ বিশ্বজগতে এবং বিশ্বজগৎ আল্লাহ্‌তে অবস্থিত বটে এবং সমগ্র বিশ্বজগৎ আল্লাহ্ নহে, কিন্তু সমগ্র আল্লাহ্ বিশ্বজগৎ নয়। আল্লাহ্ বিশ্বজগতের অতিরিক্ত ও বহির্ভূত সত্তাও বটে। বিশ্বজগৎ ধারণা হিসাবে আল্লাহ্‌তে জ্ঞান সত্তার মাঝে বর্তমান। আল্লাহ্ বিশ্বজগতের মাঝে নিজেকে প্রকাশ করেন। আল্লাহ্ এই বিশ্বজগতে সত্তা হিসাবে বিদ্যমান থাকিলেও আল্লাহ্ সমগ্র বিশ্বজগৎ নয়, তিনি বিশ্বজগতের অতিরিক্ত সত্তা।

সাধারণভাবে ইবনুল আরাবীর (র) 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' মতবাদকে সর্বেশ্বরবাদ ও অদ্বৈতবাদ বলা হয়, কিন্তু প্রাগতা সর্বেশ্বরবাদ বা অদ্বৈতবাদ হইতে তাঁহার মতবাদ একটু ভিন্ন ধরনের। তাঁহার মতবাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কয়েকটি রূপ- (ক) শুদ্ধ স্বরূপ বা অনুপমা আল্লাহ্ (য) আকারপ্রাপ্ত শুদ্ধ স্বরূপ বা 'হকিকতে মুহম্মদী', 'নূরে মুহম্মদী', 'দপস' বা আদি প্রজ্ঞাবাদ; (গ) আয়ান আস সাবিতা বা মূল আর্দশ আলার বা প্লেটোর ধারণাবাদ, (ঘ) 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' বা বিশ্বজগৎরূপে, বিশ্বজগৎই আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্ই বিশ্বজগৎ এবং 'ইনসানুল কামিল' বা 'পূর্ণমানবরূপ'। পূর্ণ মানবরূপেই আল্লাহ্‌র সমগ্র পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি তাঁহার মধ্যে আল্লাহ্‌র সমগ্র গুণাবলী অবস্থিত। পূর্ণ মানব ও আল্লাহ্ অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও ইবনুল আরাবী বলেন যে, প্রকৃত সুফী আল্লাহ্‌র অতিবর্তিতা ও অন্তর্ব্যাপিতা উভয়েই বিশ্বাস করেন। তাহাছাড়া তাঁহার 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' উন্নতরণী জড়বাদ বা নিত্যেশ্বরবাদ নয়। আর এই দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলে তাঁহার মতবাদকে সর্বেশ্বরবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশ্বাশবাদ ইত্যাদি না বলিয়া ইসলামী সর্বেশ্বরবাদ, ইসলামী অদ্বৈতবাদ, ইসলামী একত্ববাদ বলা যায়। তিনি আল্লাহ্ ও সুফীদের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। তিনি বলেন বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ্‌কে বিভিন্নরূপে কল্পনা করা হইয়াছে বা আল্লাহ্ বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। কিন্তু একজন সুফী বা অতীন্দ্রিয়বাদী তাঁহাকে সকল রূপের মধ্যে দেখিতে পান। ধর্মের মধ্যে আল্লাহ্ মানুষের পাপ পুণ্যের বিচারক হিসাবে চিত্রিত হয়। কিন্তু একজন সুফীর অন্তরে পরম প্রেমিকরূপে প্রকাশিত হয়।

ইবনুল আরাবী (রঃ) বলেন, মানুষ ও আল্লাহ্‌র সম্পর্ক হইতেছে অভিন্নতার সম্পর্ক অন্তর্যামী ও নৈকট্যের সম্পর্ক। কোরআনে বলা হইয়াছে 'আমরা (আল্লাহ্) তাহার (মানুষ) শাহী রগ হইতেও নিকটবর্তী'। তাহার মতে, এই বাক্যের অর্থ আল্লাহ্ মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সেইভাবে সত্তাসার। তাহাছাড়া, 'আপন সুরতে আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন'। ইহার অর্থ মানুষে আল্লাহ্‌র সকল গুণাবলীর প্রকাশ পায়, মানুষের দেহের মধ্যেই ঐশী গুণাবলী বর্তমান। আর এই কারণেই বলা হইয়াছে 'যে ব্যক্তি তাহার নিজের আত্মাকে জানেন, তিনি তাহার প্রভুকে জানেন'। আত্মজ্ঞানই আল্লাহ্‌র জ্ঞান বা ঐশী জ্ঞানের মূলকথা।

মুজাদ্দিদ আলফেসানীর (রঃ) সমালোচনা :

হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রঃ) ইবনুল আরাবীর (র) 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' মতবাদের সমালোচনা করেন। তাহার মতে, মরমী সাধকের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে তিনটি অবস্থা বাস্তব হইয়াছে (১) ফানাফিল বা সর্বেশ্বরবাদী (২) জিল্লিয়াত বা প্রকাশ্য বা অবতার অবস্থা ও (৩) আবাদিয়াত বা সেবক অবস্থা। প্রথম অবস্থায় 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদের বা সত্তার ঐক্যের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ হয়। এই স্তরে সাধক বিশ্বাস ও বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞানকে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা দিয়া বিচার করিয়া সঠিক ও নির্ভুলরূপে গ্রহণ করে। সাধক মনে করেন যে, জগৎ ও আল্লাহ্ অভিন্ন, মানুষ ও আল্লাহ্ অভিন্ন। মানুষ ও জগতের মধ্যে আল্লাহ্ উপস্থিত রহিয়াছেন। দ্বিতীয় অবস্থায় সাধক এই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া বিশ্বকে আল্লাহ্‌র সত্তার প্রকাশ মনে করেন। আল্লাহ্ 'আসল সত্তা' বিশ্বে প্রতিচ্ছবি বা অবভাস। এই অবস্থা ক্ষণস্থায়ী। এই অবস্থায় সাধক জানিতে পারেন যদিও বিশ্ব মূল সত্তার অবভাস, তবুও বিশ্বের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রহিয়াছে। এটিকে 'ওয়াহ্‌দাতুল শহুদ' মনোভাব বলা হয়। আল্লাহ্ মূল সত্তা এইখানে মনে একটি দ্বৈতভাব গড়িয়া উঠে এবং সাধক 'ওয়াহ্‌দাতুল শহুদ' সম্পর্কে সচিহ্নান হন। ইহার পর সাধক সেবকের স্তরে উন্নীত হন এবং আল্লাহ্ ও বিশ্বের দ্বৈত অস্তিত্ব স্পষ্টরূপে জানিতে পারেন। তিনি আরো স্পষ্টরূপে জানিতে পারেন। যে তাহার অতীত অভিজ্ঞতা আত্মগত ও অবাস্তব ছিল সেইভাবে কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই। বিশ্ব ও আল্লাহ্ কিংবা মানুষ ও আল্লাহ্ এক ও অভিন্ন এই কথা বলা ঠিক নয়। মুজাদ্দিদের (র) মতে, ইবনুল আরাবী (র) 'ফানা' বা তন্ময় অবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন নাই। তিনি তেমন অবস্থাতে বিশ্বের অস্তিত্বকে স্বীকার করিয়াছেন এবং বিশ্ব ও আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রকৃত অতীন্দ্রিয় সত্তার অভিজ্ঞতার ও প্রত্যাদেশের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ইহা প্রত্যাদেশের বিপরীত মতবাদ। কোরআনে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, আল্লাহ্ বিশ্ব হইতে ভিন্ন এবং বিশ্বের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রহিয়াছে। তাহার কথা সত্য হইলে আল্লাহ্‌র রাগী অর্থহীন বলা যায়। বিশ্বের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই ঐশী রাগী অর্থপূর্ণ হয়, পাপপুণ্য পুরস্কার শাস্তি, পরজগৎ ইত্যাদি তাৎপর্যপূর্ণ হয়। তৃতীয়ত, বাস্তব জড় জগতকে অস্বীকার করিবার অর্থ-আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে অস্বীকার করা এবং মায়া বা অলীক বলিয়া ভুল করা।

তাহাছাড়া, মুজাদ্দিদ আলফেসানীর (র) মতে, ইবনুল আরাবী (রঃ) যখন আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তখন তিনি 'তাজাল্লী-ই-জাতী' [illegible] কথা অবস্থার থাকিয়া কথা বলেন। 'তাজাল্লী-ই-জাতী' এমন একটি অবস্থা যখন সাধক অনুভব করেন যে, তিনি প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্‌র সত্তাকে অবলোকন করিতেছেন। কিন্তু এই স্তর অতিক্রম করিবার পরেই সাধক তাঁহার ভুল বুঝিতে পারেন। তিনি বুঝিতে পারেন যে, আল্লাহ্ বিশ্বের বহু উর্ধ্বে এবং বিশ্ব ও আল্লাহ্ এক নয়। বিশ্ব ও আল্লাহ্‌তে এক ও অভিন্ন বলিবার অর্থ এই যে, ইবনুল আরাবী (রঃ) হয়ত বা এই স্তরের উর্ধ্বে উঠিতে সক্ষম হন নাই এবং এই স্তরই তাঁহার মরমী সাধনার জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তর ছিল। এই স্তরের উর্ধ্বে গমন করিলে তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, আল্লাহ্ যথার্থ অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বা মরমী সত্তা ও অভিজ্ঞতার উর্ধ্বে অবস্থিত।

উপসংহার: ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত সুফী ভাবধারার নিমজ্জিত শায়খুল আকবর ইবনুল আরাবী (রঃ) কোরআনের শব্দের ও হাদীসের অনেক নতুন ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। তিনি ইসলামের প্রতিষ্ঠিত্রাশীল প্রগতিবিমুখ অবস্থানের বাহিরে আসিয়া দর্শন ও মুক্ত বুদ্ধি চর্চার পথ সুগম করেন। তিনি সুফী মতবাদকে পূর্ণ তত্ত্ব দর্শন সমন্বিত করিয়া সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি যুক্তিতে বিশ্বাস করেন এবং তর্ক শাস্ত্রের বিধান মানিয়া প্রত্যেক সমস্যার সব রকম সম্ভাব্য সমাধান নির্দেশ করেন। তাঁহার জ্ঞানের পরিধি ও বৈচিত্র্য অতি ব্যাপক, সমস্যা সমাধানে তিনি ছিলেন পারদর্শী। তাঁহার রচনার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে মানবতার প্রতি সংবেদনশীল মনের গভীর মমতা, শ্রদ্ধার জন্য অসীম কল্পনা এবং নানা ধর্ম ও মতবাদের বিতর্কের উর্ধ্বে ঘন্দ্ব পরিমুক্ত উদার দৃষ্টি। তিনি ফরিদউদ্দীন আত্তার (রঃ), সোহরাওয়ার্দী (রঃ), নিজামউদ্দীন রাজী, জালালউদ্দীন রুমী (রঃ) প্রমুখের মতো প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ সুফী দার্শনিকদের সমসাময়িক ও সমমর্যাদা সম্পন্ন সুফী দার্শনিক ছিলেন তাহার যুগকে সুফী মতবাদের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

সহায়ক গ্রন্থ:

(১) R.A. Nicholson A Literary History of the Arabs PP 399-404 London 1907.

(২) Rom landqu: The Philosophy of Ibn Arabi, P 15, London 1959.

(৩) S.A.Q. Husaini: Ibn al Arabi, P 1,22,24,25, 31,33, Madras, 1931.

(৪) Dr. A.E. affifi: the Mystical Philosophy of Muhjid Din Ibnul Arabi, Sh. Muhammad Ashraf, Kashmiri Bazar, Lahore, P-54-55.

(৫) Dr. Burhan Ahmad Faruqi: The Mujaddid's Conception of Tawhid, P63-77.

(৬) ইবনুল আরাবী ও জালালউদ্দীন রুমীঃ মোঃ সোলায়মান আলী সরকার, পৃঃ ৯,১০,২৮-৩২, ১০৭-১০৯, বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৮৪।

(৭) মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনঃ আমিনুল ইসলাম, পৃঃ ১৮৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুলাই ১৯৯৫।

(৮) মুসলিম দর্শন ও চেতনা প্রবাহঃ আখুল হালিম, পৃঃ ৯৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৯৮।

দৈনিক ইত্তেফাক / মার্চ ৬, ২০০০ / পৃ ৫